যুগান্তর

তারিখ ... 12 MAR ..২০০৯..
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন

সংশোধিত হচ্ছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক

যুগান্তর রিপোর্ট

সংশোধিত ও পরিমার্জিত হচ্ছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক। একই সঙ্গে যুগোপযোগী করা হচ্ছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) আইন। এ লক্ষ্যে ১৫ সদস্যের একটি জাতীয় বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে সরকার। বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামানের নেতৃত্ব গঠিত কমিটিকে এক মাসের মধ্যে তাদের সুপারিশ প্রদানের জন্য বলা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনটি আজই জারি হতে পারে। অধ্যাপক আখতার বুধবার রাতে যুগান্তরকে জানান, তিনি বিষয়টি ইতিমধ্যেই অবহিত হয়েছেন এবং এক মাসের মধ্যেই সুপারিশমালা পেশ করবেন। এমনকি ইতিমধ্যে কমিটির সভাও ডাকা হয়েছে। মঙ্গলবার এনসিটিবি ভবনে ওই সভা হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিশেষজ্ঞ কমিটিকে মোট ৯ দফা কর্মপরিধি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। তারা এ ব্যাপারে

স্তরের : পাঠ্যপুস্তক

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সরকারকে সুপারিশ প্রদানসহ এগুলো বাস্তবায়নের কৌশল ও কর্মপরিকল্পনাও প্রদান করবেন। কমিটির কর্মপরিধিতে রয়েছে— পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধনের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান, এনসিটিবি'র বিদ্যমান আইন ও বিধিবিধানের সংশোধন ও পরিবর্তনের সুপারিশ, পাঠ্যপুস্তকের গুণগত মান নির্ধারণ এবং তা বজায় রাখার কৌশল নির্ধারণ, সারাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা নিরূপণ, সরবরাহ সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা পর্যালোচনা করে আগামী দিনে সরকারের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের জন্য কাগজ সংগ্রহ ও পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেয়ার বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন, যথাসময়ে পুস্তক মুদ্রণ ও সরবরাহের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের জন্য এনসিটিবি'র বিদ্যমান নীতিমালা বিশেষ করে টেন্ডার পদ্ধতি ও টেন্ডার আহ্বানের সময় নিয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করা।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যমান পাঠ্যপুস্তকসমূহ নিয়ে শিক্ষার্থী-অভিভাবক-শিক্ষকসহ সর্বস্তরেই নানা অভিযোগ রয়েছে। বইগুলোর পাঠ্যসূচি, বিষয়, বইয়ের মান ইত্যাদি আকর্ষণীয় করার ব্যাপারে সরকারের পরিকল্পনা থাকলেও কোন পর্যায় থেকে এগুলো শুরু করা হবে তার কোন নির্দেশনা নেই। নতুন সরকার দায়িত্ব নিতে না নিতেই শিক্ষাবর্ষের শুরুতে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেয়া নিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকার একটি টাস্কফোর্স গঠন করে পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেয়। সূত্র জানায়, এতবড় ডাকাতি করা সত্ত্বেও সরকার এখন পর্যন্ত দোষীদের বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যেতে পারেনি। এর অন্যতম কারণ হিসেবে এনসিটিবির দুর্বল আইনকে চিহ্নিত করেছেন সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি থেকে শুরু করে এনসিটিবির চেয়ারম্যান পর্যন্ত। তাই আগামী বছরগুলোতে সরকারকে যেন আবারও একই পরিস্থিতির মুখে পড়তে না হয় তার জন্য ওই বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির সুপারিশের আলোকেই আইন পরিবর্তন, আধুনিকায়নসহ আগামী দিনের করণীয় নির্ধারণ করা হবে।

অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বাধীন বিশেষজ্ঞ কমিটির অপর সদস্যরা হলেন— একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক)ময়েজুদ্দিন আহমেদ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (পুলিশ), মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি), মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর, অতিরিক্ত মহাপরিচালক র‍্যাব (অপারেশন), চেয়ারম্যান এনসিটিবি, চেয়ারম্যান আন্তঃবোর্ড সমন্বয় কমিটি, এনসিটিবি'র দু'জন সাবেক চেয়ারম্যান, পুস্তক প্রকাশক, মুদ্রক ও বিক্রেতাদের তিনটি সমিতির তিনজন সভাপতি। এনসিটিবি'র সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।